

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অ করার পায়তার তত্ত্বাবধায় নীরবতায় সংশয় সঞ্চার

নকশা রিপোর্ট ৥ দেশের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে টালমাটাল অবস্থা শুরু হয়েছে। শিক্ষায় উঠেছে অস্থির, উত্তপ্ত ও সংঘাতময়। ভদ্রকল্লুর পর সোমবার অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। সাত দিনের মধ্যে রণের আলটিমেটাম দিয়ে ছাত্রদল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে। জাহাঙ্গীর বখশ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ ধর্মঘট। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অশান্ত করার বিরূপ ক্যাডাররা পায়তারা চালাচ্ছে।

(১১-পৃষ্ঠা ২-এর কলাম ১)

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো (১২-এর পাতার পর)

ষ্ট শিক্ষারিদ অধ্যাপক জিলুর রহমান সিদ্দিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবিসি টিভি, দেশের নির্বাচনী রাজনীতির সঙ্গে এ সংসদায় সম্পর্ক রয়েছে। তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রদলের মধ্যে বৈঠকের প্রস্তাব দেন।
বধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার দিন থেকে প্রধান প্রধান কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য শুরু হয়েছে। গত এক মাসে অন্তত ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্মতকরিত হয়েছে। একের পর এক ধর্ম রহিতসতায় একে একে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অচলায়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিজ নিজ ক্ষমতার সীমারে সঙ্কট নিরসনে চেষ্টা চালালেও তত্ত্বাবধায়কের নীরবতা বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন সঞ্চারিত করেছে। এ পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনগুলোর অস্থিরতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কার্যকর কোন পদক্ষেপ করেনি। নিরপেক্ষ এই শাসনামলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থিতি সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক থাকবে বলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম ইতোমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সূচনা হয়েছে। (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলায়)